আলেক্সান্দর বেলায়েভ

উভচর মানুষ

কম্পবিশ্ব পাবলিকেশন্স

সূচি

প্রথমাংশ

'দরিয়ার দানো'	৭
ডলফিনের পিঠে	১৪
জুরিতার ব্যর্থতা	১৮
ডাক্তার সালভাতর	২৩
রুগ্‌ণা নাতনি	২৮
আজব বাগান	৩২
তৃতীয় দেয়াল	৩৫
হামলা	৩৯
উভচর মানুষ	৪৩
ইকথিয়ান্ডরের একদিন	৪৬
মেয়েটি আর শামলা রঙের লোকটা	৫৬
ইকথিয়ান্ডরের চাকর	৫৯
শহরে	৬৪
ফের সাগরে	৬৮
একটু প্রতিশোধ	৭২
জুরিতার অধৈর্য	৭৭
বিশ্রী সাক্ষাৎ	৮১
অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই	৮৫
নতুন বন্ধু	৮৯

দ্বিতীয়াংশ

যাত্রাপথে	১০১
এই সেই 'দরিয়ার দানো'	১০৭
পুরাদমে	১১৪
অসাধারণ বন্দি	১১৯
পরিত্যক্ত 'জেলি-মাছ'	১২৬
মগ্ন জাহাজ	১২৯

তৃতীয়াংশ

নবোদিত পিতা	১৩৭
ব্যতিক্রমী মামলা	১৪৪
প্রতিভাবান উন্মাদ	১৪৮
আসামীর জবানবন্দি	১৫৩
কারাগারে	১৫৯
পলায়ন	১৬৯

প্রথমাংশ

অন্ধকার না-হওয়া পর্যন্ত সারাদিন খালি পেটে থেকে খাওয়া সারত কেবল ঘুমের আগে। আর সে খাদ্যও ছিল নোনা মাংস।

রাতে ডিউটি দিচ্ছিল রেড ইন্ডিয়ান বালতাজার। জাহাজের মালিক ক্যাপটেন পেদ্রো জুরিতার ডান হাত ছিল সে।

জোয়ানকালে বালতাজারের নাম ছিল মুক্তো সংগ্রহের জন্য। জলের নীচে সে থাকতে পারত নব্বই কি একশো সেকেন্ড—সাধারণ ডুবুরির তুলনায় সময়টা দ্বিগুণ।

"কেমন করে? কেন-না আমাদের কালে এ বিদ্যে কী করে শেখাতে হয় তা লোকে জানত আর শেখানো শুরু হত একেবারে ছেলেবেলা থেকেই"—জোয়ান ডুবুরিদের বলত বালতাজার। "আমার বয়স যখন দশ, তখন বাবা আমায় শেখাতে পাঠায় হোসের কাছে, পালতোলা একটা জাহাজ ছিল তার। চ্যা◌েলা ছিল তার বারোজন। করত কী, জলে একটা সাদা ঢিল কি ঝিনুক ছুড়ে দিয়ে বলত : 'তুলে নিয়ে আয়।' প্রতিবার ছুড়ত আরেকটু বেশি গভীরে। না পারলে এক ঘা চাবুক কষে কুকুর ছোড়ার মতো করে ছুড়ে ফেলত : 'ফের তুলে আন!' এইভাবেই শেখাত আমাদের। তারপর শেখাতে লাগল, কীভাবে জলের তলে থাকতে পারি বেশিক্ষণ। পাকা ডুবুরি জলে নেমে গিয়ে নোঙরের সঙ্গে ঝুড়ি কি জাল বেঁধে রাখত। পরে ডুব দিয়ে তা খুলতে হত আমাদের। না-খোলা পর্যন্ত ওপরে ওঠা চলবে না। উঠলেই বেত।

"মারত আমাদের মায়াদয়া না করে। অনেকেই টিকতে পারেনি। তবে এলাকার পয়লা নম্বরের ডুবুরি হয়ে উঠি আমি। ভালোই রোজগার করতাম।"

বয়স হতে বিপজ্জনক পেশাটা তাকে ছাড়তে হয়। বাঁ পা-টা তার হাঙরের কামড়ে বিকৃত হয়ে যায়। পাশটা ছেঁচড়ে যায় নোঙরের শেকলে। বুয়েনাস-আইরেসে তার একটা ছোটো দোকান ছিল, মুক্তো, প্রবাল, ঝিনুক আর সামুদ্রিক নানা বিরল দ্রব্যের ব্যাবসা করত সে। কিন্তু ডাঙায় তার মন লাগত না। তাই প্রায়ই মুক্তো সংগ্রহের অভিযানে যোগ দিত। কারবারীরা কদর করত ওকে। লা-প্লাতা উপসাগর, তার উপকূল, কোন্ কোন্ জায়গায় মুক্তো পাওয়া যায় তা ওর মতো আর কেউ জানত না। ডুবুরিরাও সম্মান করত তাকে। ডুবুরি, মালিক—সবাইকেই খুশি রাখতে পারত সে।

তরুণ ডুবুরিদের সে পেশাটার আটঘাট শেখাত—কী করে দম রাখতে হয়, ঠেকাতে হয় হাঙরের আক্রমণ এবং মেজাজ শরিফ থাকলে, কর্তার কাছ থেকে কোনো একটা দামি মুক্তো লুকিয়ে রাখতে হয় কীভাবে, সেটাও।

মনিবেরা তার কদর করত এইজন্য যে একনজরেই সে মুক্তোর সঠিক দাম বলে দিত, সেরা মুক্তো বেছে দিতে পারত। সেইজন্যেই সহকারী হিসেবে মনিবেরা তাকে সঙ্গে নিত সাগ্রহেই।

একটা পিপের ওপর বসে বসে মোটা একটা চুরুট টানছিল বালতাজার। মাস্তুলে ঝোলানো একটা লণ্ঠন থেকে আলো পড়ছিল তার মুখে। মুখখানা তার লম্বাটে, গালের হাড় উঁচু নয়, তরতরে নাক, সুন্দর চোখ—টিপিক্যাল আরাউকানি রেড ইন্ডিয়ানের মুখ। বালতাজারের চোখের পাতা ঢুলে আসছিল। কিন্তু চোখ তার ঘুমলেও কান নয়। সজাগ তার দুই কান গভীর ঘুমের মধ্যেও বিপদের আঁচ পায়। কিন্তু এখন বালতাজার শুনছিল কেবল ঘুমন্তদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ আর অস্ফুট বিড়বিড়ানি। তীর থেকে ভেসে আসছিল ঝিনুকের পচা গন্ধ—ঝিনুকগুলোকে প্রথমে পচতে দেওয়া হয়, তাতে খোলা ছাড়ানো সহজ হয়। অনভ্যস্ত লোকের কাছে গন্ধটা অসহ্য ঠেকবে, কিন্তু বালতাজারের কাছে বোধহয় তা উপাদেয়ই লাগে।

মুক্তো বাছাইয়ের পর বড়ো ঝিনুকগুলো নিয়ে আসা হয় জাহাজে। জুরিতা হিসেবি লোক, ঝিনুক সে বেচে দিত কারখানায়, তা থেকে বোতাম তৈরি হত।

ঘুমোচ্ছিল বালতাজার, শিথিল আঙুল থেকে খসে পড়ল চুরুট। মাথা নুয়ে পড়ল বুকের ওপর।

কিন্তু চেতনায় ওর কী একটা শব্দ এসে পৌঁছোল সুদূর থেকে। শব্দটা আবার হল একটু কাছে। চোখ মেললে বালতাজার। মনে হল, কে যেন শাঁখ বাজালে, মানুষের মতো একটা তরুণ কণ্ঠস্বর বলে উঠল : "আ!" তারপর ফের আরেকটু চড়ায় "আ-আ!"

শাঁখের সুরেলা শব্দটা মোটেই জাহাজের খনখনে বাঁশির মতো নয়, গলার আওয়াজটাও এমন নয় যেন ডুবন্ত মানুষ সাহায্য চাইছে। কেমন একটা নতুন, অজানা আমেজ তাতে। উঠে দাঁড়াল বালতাজার, সঙ্গে সঙ্গেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। ধারে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে সমুদ্রে। কোনো লোক নেই কোথাও। পা দিয়ে সে খোঁচালে একজন ঘুমন্ত রেড ইন্ডিয়ানকে।

"চ্যাঁ...চাচ্ছে। নিশ্চয় ও-ই..."

"কই, শুনছি না তো"—সামান্য আস্তেই বললে গুরোনা জাতের রেড ইন্ডিয়ানটা, হাঁটু গেড়ে সে কান পেতে ছিল। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে পড়ল শাঁখের শব্দ আর চিৎকারে :

"আ-আ...!"

শুনেই গুরোনা কুঁকড়ে গেল যেন বেতের ঘা খেয়েছে।

"হ্যাঁ, নিশ্চয় ও-ই"—ভয়ে দাঁত ঠকঠক করে বললে গুরোনা।

অন্য ডুবুরিরাও জেগে উঠল। ছেঁচড়ে গেল তারা লণ্ঠনের আলোটার দিকে, যেন অন্ধকার থেকে ওই হলদেটে ক্ষীণ আলোটাই তাদের বাঁচাবে। উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে বসে রইল সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে। শাঁখ আর গলার আওয়াজ আরেকবার শোনা গেল অনেক দূরে, তারপর মিলিয়ে গেল।

"ওই..."